أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/س)

www.motaher21.net

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

যদি তোমরা ভয় করো,

If you fear .....

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৩৯

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۬ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যদি তোমরা ভয় করো, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে। যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন মহান আল্লাহ্ কে স্মরণ করো যেভাবে মহান আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

২৩৯ নং আয়াতের তাফসীর:

সালেহ বিন খাওয়াত ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ‘যাতুর রিকা’ র যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেছেনঃ (সাহাবাগণের) একদল সালাত আদায়ের জন্য তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেক দল শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাকাআত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ একা একা দ্বিতীয় রাকাআত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট (এক) রাকাআত আদায় করে বসে থাকলেন। (দ্বিতীয় দলের) মুক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাকাআত শেষ করে বসলে তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে সালাম ফিরালেন। [বুখারীঃ ৪১২৯]

ভয়-ভীতির সময় সালাত আদায়

﴿فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ﴾ ইতোপূর্বে যেহেতু সালাতের পুরাপুরি সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সেহেতু এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেখানে পুরোপুরিভাবে সালাতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যেমন যুদ্ধের মাঠে যখন শত্রুসৈন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে সেই সময়ের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, ‘যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় করো। অর্থাৎ তোমরা সোয়ারীর ওপরই থাকো বা পদব্রজেই চলো, কিবলার দিকে মুখ করতে পারো আর নাই পারো, তোমাদের সুবিধামত সালাত আদায় করো।’

ইবনু ‘উমার (রাঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন। এমনকি নাফি ‘ (রহঃ) বলেনঃ ‘আমি তো জানি যে, এটা মারফূ ‘ হাদীস। (মুওয়াত্তা-১/১৮, ফাতহুল বারী -৮/৪৬, সহীহ মুসলিম-১/৫৭৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) , ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) , ইমাম নাসাঈ (রহঃ) , ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) এবং ইবনু জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো নিজ বাসস্থানে চার রাক ‘আত, সফরে থাকা অবস্থায় দু’ রাক ‘আত এবং ভয়-ভীতির সময় এক রাক ‘আত। (সহীহ মুসলিম-১/৪৭৮, ৪৭৯, সুনান আবু দাঊদ২/৪০, সুনান নাসাঈ -৩/১৬৯, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৩৩৯, তাফসীর তাবারী -৫/২৪৭) হাসান বাসরী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) , যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরো অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাফসীর তাবারী -৫/২৪০, ২৪১) ইমাম বুখারী (রহঃ) তার কিতাবে ‘দূর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রুসৈন্যর সম্মুখীন হওয়ার সময় সালাত আদায় করা ‘নামে একটি অধ্যায় রেখেছেন। ইমাম আওযা ‘ঈ (রহঃ) বলেন যে, যদি বিজয় লাভ আসন্ন হয়ে যায় এবং সালাত আদায় করার সাধ্য না হয় তাহলে প্রত্যেক লোক তার সামর্থ্য অনুসারে ইশারায় সালাত আদায় করে নিবে। যদি এটুকু সময় পাওয়া না যায় তাহলে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয়। আর যদি নিরাপত্তা লাভ হয় তাহলে দু’ রাক ‘আত সালাত আদায় করবে,অন্যথায় এক রাক ‘আতই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু তাকবীর পাঠ করা যথেষ্ট নয়, বরং বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না নিরাপদ হয়। মাকহুল (রহঃ) -ও এটাই বলেছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেনঃ ‘তাসতার দূর্গের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সুবহি সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ চলছিলো। সালাত আদায় করার সময়ই আমরা পাইনি। অনেক বেলা সেদিন আমরা আবূ মূসা (রাঃ) -এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করি। ঐ সালাতের বিনিময়ে যদি আমি দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবও পেয়ে যাই, তবুও আমি সন্তুষ্ট নই। (ফাতহুল বারী -২/৫০৩) এটা সহীহুল বুখারীর শব্দ। ইমাম বুখারী (রহঃ) ঐ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যাতে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধে সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি।

একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাহাবীগণকে বানূ কুরাইযার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন তাদেরকে বলেন, তোমাদের কেউ যেন বানূ কুরাইযাতে না পৌঁছা পর্যন্ত ‘আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে ‘আসরের সালাতের সময় হওয়া সত্তেও একদল সেখানে সালাত আদায় করলো না, কিন্তু অপর দল যথা সময়ে সালাত আদায় করে নিলো। যারা সালাত আদায় করলো তাদের বুঝ ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উদ্দেশ্য ছিলো, আমরা যেন খুব দ্রুত পথ চলে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌছে যায় এবং সেখানে ‘আসরের সালাত আদায় করি। কিন্তু যারা সালাত আদায় করলো না তারা গন্তব্যে পৌছাতে পৌছাতে সূর্যই অস্তমিত হয়ে গেলো। তথাপি তারা বানূ কুরাইযার নিকট গিয়ে ‘আসরের সালাত আদায় করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সংবাদ জানতে পেরেও তাদেরকে ধমকের সুরে কিছুই বলেননি। সুতারাং এর দ্বারাই ইমাম বুখারী যুদ্ধের মায়দানে সালাতকে পিছিয়ে দেয়ার বৈধতার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জামহূর এর বিপরীত বলেছেন। তাঁরা বলেন যে, সূরাহ আন নিসার মধ্যে সালাতুল খাওফের যে নির্দেশ এসেছে এবং যে সালাত শারী ‘আত সম্মত হওয়ার কথা এবং যে সালাতের নিয়ম-কানুন হাদীসসমূহে এসেছে তা খন্দকের যুদ্ধের পরের ঘটনা। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) , ইমাম মাকহুল (রহঃ) এবং ইমাম আওযা ‘ঈ (রহঃ) -এর উত্তর এই যে, এটা পরে শারী ‘আত সম্মত হওয়া এই বৈধতার উল্টো হতে পারে না যে, এটাও জায়িয এবং এটাও নিয়ম। আর এরূপ অবস্থায় সালাতকে বিলম্বে পড়া জায়িয।

স্বাভাবিক অবস্থায় খুশু ‘-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿فَاِذَآاَمِنْتُمْفَاذْكُرُوااللّٰهَ﴾ ‘যখন নিরাপদে থাকো তখন মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করো।’ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেভাবে সালাত আদায় করতে বলেছি যেমন রুকূ ‘, সাজদাহ্, কিয়াম, তাশাহুদ এবং খুশু-খুযু ‘র সাথে সালাত আদায় করো। মহান আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যা পালন করলে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে উপকৃত হওয়া যাবে সেভাবেই কাজ করে মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ‘ইবাদত ও শুকরিয়া জানাতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ ভয়-ভীতি অবস্থায় সালাত আদায় করার কথা বলেনঃ

﴿ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴾

‘অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত করো; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।’ (৪নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং ১০৩)

﴿ وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ﴾

আর যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাকো, অতঃপর সালাতে দণ্ডায়মান হও। (৪নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং১০২) সালাতকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা মু’মিনদের ওপর ফরয। صَلٰوةَخَوْف-এর পূর্ণ বর্ণনা সূরাহ্ নিসার وَاِذَاكُنْتَفِيْهِمْ-এর তাফসীরে ইনশা’আল্লাহ্ আসবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ও সালাত আদায় করতে হবে।

২.মু’মিনরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করে, কখনো আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ থেকে গাফেল হয় না।